দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 20 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইমেলায় অন্যদের সঙ্গে সমান তালে ডিজিটাল প্রকাশনী

গত মাসে 'বইমেলায় থাকছে না ডিজিটাল প্রকাশনী' শিরোনামে ইত্তেফাক-এর তথ্য প্রযুক্তি পাতায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে যে বিষয়টি প্রধান ছিল তা হলো দেশের ডিজিটাল বই অর্থাৎ সিডি, মাল্টিমিডিয়া সিডি, কম্পিউটার সম্পর্কিত বই-এগুলোকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর বাংলা অ্যাকাডেমি তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টায়। তবে এ সিদ্ধান্ত পাল্টানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকাশনীগুলোরও বিশেষ ভূমিকা ছিল।

গত ১ ফেব্রুয়ারি সাজ সাজ রব নিয়ে বইমেলা আসর জমিয়েছে বাংলা অ্যাকাডেমি চত্বরে। বিভিন্ন নামকরা প্রকাশনীর পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশনী ও কম্পিউটার বইয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকাশনীগুলোও বইমেলায় তাদের বই ও সিডি নিয়ে পসরা সাজিয়েছে। স্টলে আকর্ষণ বাড়াতে রয়েছে কম্পিউটার যার সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া সিডি, শিক্ষামূলক সিডিগুলোর প্রদর্শনী চলছে। মজার ব্যাপার এ স্টলগুলোর মূল ক্রেতা হলো শিশুরা। তারা অবাক চোখ নিয়ে কম্পিউটারে দেখছে কিভাবে একটা কার্টুন চরিত্র অ, আ, ক, খ পড়াচ্ছে। মজার মজার ছড়া শুনে তারা বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে এ ধরনের সিডি কিনতে।

এবারের বইমেলায় ডিজিটাল প্রকাশনীগুলোর জন্য মাত্র একটি স্টল বরাদ্দ হয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির নামে। এক স্টলে চার প্রতিষ্ঠান তাদের সিডি প্রদর্শন করছে। অন্যান্য বই প্রকাশনীগুলো চত্বরের বিভিন্ন স্থানে স্টল বরাদ্দ পেয়েছে। দর্শকদের মত, কম্পিউটার প্রকাশনীগুলো পাশাপাশি থাকলে বই যাচাই করতে সহজ হতো।

বইমেলায় সিসটেক, ইউনিভার্স পাবলিকেশন্স, জ্ঞানকোষসহ আরো কিছু প্রকাশনী কম্পিউটার সম্পর্কিত বই মেলায় নিয়ে এসেছে।

মাল্টিমিডিয়া সিডি রয়েছে সিসটেক, ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়া, শৈলী ডিজিটাল ও মাইক্রোস ডিজিটালের স্টলে। তাছাড়া আনন্দ কম্পিউটার তাদের সফটওয়্যার নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

সিসটেক পাবলিকেশন্স : সিসটেক বইমেলায় নিয়ে এসেছে নতুন কিছু বই। তার মধ্যে অফিস ৯৭/২০০০/এক্সপি, ওয়ার্ড ৯৭/ ২০০০/ এক্সপি, এক্সেল ৯৭/২০০০/এক্সপি, একসেস ৯৭/২০০০/এক্সপি, পাওয়ার পয়েন্ট ৯৭/২০০০/এক্সপি, কম্পিউটার পরিচর্যা, কম্পিউটার ভাইরাস, গ্রাফিক্স টিপস উল্লেখযোগ্য। সবগুলি বই মাহবুবুর রহমানের

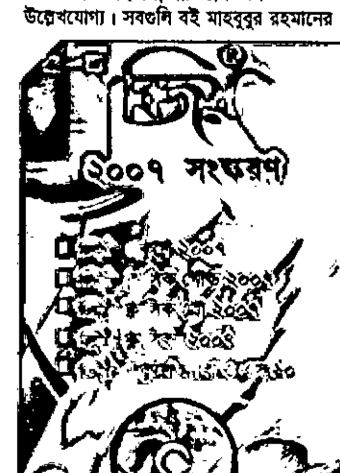

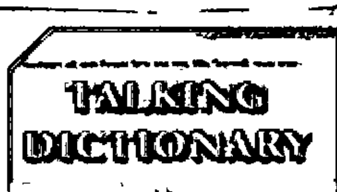

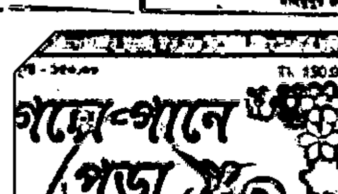

সাংবিধানিক অধিকার। অথচ বাংলাদেশের নাগরিকদের একটা বিরাট এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক মানুষ আবার এক জমির উপর একটি ছয়তলা পর্যন্ত ভবনের মালিক। যেখানে এদেশে সৎ উপার্জন দিয়ে সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোই বেশ কঠিন, একখণ্ড জমির উপর একটি ভবনের একাই মালিক, তা কি করে সম্ভ হচ্ছে? উত্তরটা মনে হয় সবারই জানা।

শুরুতেই যে কথাটা আমি বলেছি 'অন্ন ও বস্ত্রের পরই বাসস্থান তথা হচ্ছে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা' বাসস্থান বলতে আমি যেটা তাহলো শুধুমাত্র বসবাসযোগ্য একটি বাসা বা একটি ফ্ল্যাট, নিশ্চয়ই ছয়তলা ভবন নয়। প্রায় ৫৪,০০০ বর্গমাইলবিশিষ্ট ছোট একটি দেশ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খাল, বিল, নদী নালা ও পাহাড় পর্বত। তা বিশ্বের অন্যতম ঘন জনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। দেশের জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৫ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে। অচিরেই বিশ পঁচিশ বা তিরি কোটি ছাড়িয়ে যাবে। সেদেশে আমরা প্রত্যেকেই এক খণ্ড জমির উপ একটি ভবনের মালিক হবো, এ বিলাসিতা কোনভাবেই আমাদের আ মানায় না। কিছুদিন পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে 'হুমকির মুখে আবাসযোগ্য' শীর্ষক একটি সেমিনারে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে Keynote paper—এর যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল তা রীতিমত ভয়ংকর। যে হারে আবাদযোগ্য জমির উপর বাড়িঘর ও শিল্প কারখা তৈরি হচ্ছে তাতে এমনিতেই খাদ্য ঘাটতি এদেশকে অচিরেই শুধুমাত্র

ড. তৌফিক এম সেরাজ

২০০৭)। এই স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের যোগান দিতে ঢাকা এবং এর আশেপাশে ভূমি সংস্থান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

বর্গমিটার=১ কাঠা)।

জনসংখ্যার চাপে এবং শহরের অভ্যন্তরে সুযোগ না থাকায় বাসস্থানের যোগান দিতে ঢাকার আশেপাশের এলাকাসমূহের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেই চলেছে ক্রমাগত। ঢাকার আশেপাশের চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে মূলত ব্যক্তিউদ্যোগে, সেই সাথে বেসরকারী ডেভেলপাররাও ভূমিকা রাখছে। যার কারণে এসব এলাকার জমির গুরুত্ব এবং মূল্য পরিবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে মাথাপিছু আয় ৫২০ মার্কিন ডলার বা ৩৫,৯০৪ টাকা (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭)। এই স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের যোগান দিতে ঢাকা এবং এর আশেপাশে ভূমি